# মুস্‌লিম আচার ধর্ম

# রওজা শরীফ



রচনায়

খাদেমুল ফোক্‌রা মওলানা শাহছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

সম্পাদনায়

সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, হজরত মওলানা শাহ
ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থ সত্ত্ব

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সংরক্ষিত।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

তিলোত্তমা মুদ্রণালয়
৪৪/৪৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬১৩২৭২, ৬১৫২৪৮।

৪র্থ প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০ ইংরেজী।

হাদিয়া : ১০.০০ (দশ) টাকা।

# সূচী-পত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বের স্রষ্টা পরম দয়ালু জাতে পাকের অসংখ্য প্রশংসা করিতেছি, যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য যুগে যুগে নবী ও অলী প্রেরণ করিয়াছেন। ছালাত, ছালাম জানাই তাঁহার মাহবুবদের প্রতি যাঁহাদের বদৌলতে মানব নিজ পরিচয় ও স্রষ্টা পরিচিতির সন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

আল্লাহ পাকের হেদায়ত ধারা, রেছালত ও বেলায়ত দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর প্রাক্ যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে উক্ত হেদায়ত ধারাই হজরতের জাতে পাকে একত্রিত হইয়া মানব জাতিকে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগম করিয়া দেয়, যাহাতে রেছালতের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। পরবর্তীকালে হযরত (ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দুই নামানুসারে "আহমদ" ও "মুহাম্মদ" তাৎপর্য্যে তাঁহার হেদায়ত ধারা (১) আচার ধর্ম (২) ভাব প্রবণ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আচার ধর্ম অবলম্বনে মানুষের বাহ্যিকরূপ সংঘটন করিতে সক্ষম হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের ফলে আচার ধর্ম প্রাধান্যতা যখন শিথিল হইয়া যায়, সেই মুহূর্তে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাধান্যতা নিয়া যুগ সংস্কারক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেব্‌লা কাবা এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। তিনি গাউছুল আজম হিসাবে মানব জাতির ত্রাণ কর্তৃত্বরূপে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগমার্থে "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যাহাতে সহজ উপাদেয় হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করতঃ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আগমনও বিশেষতঃ ইহার জন্য, যাহা– اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ۔

(আমি মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি) বাণী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই বিশ্ব অলীর পরিচয়–ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পূর্ববর্তী অলীগণের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ স্বরূপ আমার রচিত "বেলায়তে মোত্‌লাকা" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার স্মৃতি ও প্রবর্তিত "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতিকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্য বিগত ১৯৪৯ সালে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" পত্তন করি। এই আঞ্জুমানের উন্নতিকল্পে উক্ত গ্রন্থ খানা ও হযরতের "উছুলে ছাবয়া"র বাণী জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার মানসে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি।

ভাব প্রবণতা প্রাধান্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণকারীদিগকে রুচী দানের সাহায্যে "মূলতত্ত্ব" নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছি। কিন্তু মনে করিলাম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রুচীলাভে সমর্থ হওয়ার জন্য আচার ধর্মেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে, তাই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর অনুসারীদিগকে আচার ধর্মজ্ঞান দানের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা রচনা করিলাম। যাহাতে বিভিন্ন কিতাব পুস্তক হইতে সংকলন করা হইয়াছে এবং কিতাবাদির গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রথম সংস্করণের বহি ফুরাইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া দিলাম।

অতএব, কেন্দ্রীয়, জেলা ও শাখা আঞ্জুমানগুলি এই আচার ধর্ম, মূলতত্ত্ব ও বেলায়তে মোত্‌লাকা শিক্ষাদানে হযরতে আক্‌দাছের প্রবর্তিত "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্ব-মানবের হিতার্থে তুলিয়া ধরিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি- ২/১২/১৯৭৪ইং

গ্রন্থকার–
খাদেমুল ফোক্‌রা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।

# মুস্‌লিম আচার ধর্ম

## ছুরায়ে ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۙ اٰمِيْنَ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ-লামীন। আর রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি য়্যাউমিদ্দীন। ঈয়্যা-কা না'বুদু ওইয়্যা-কা নাছতায়ী'ন। ইহদিনাছ্ ছিরাতাল্ মুছতাক্বীমা ছেরাতাল্ লাজীনা আন্‌আ'ম্‌তা আলাইহিম। গাইরিল্ মাগদোবি আলাইহিম ওয়া লাদ্দোওয়া-ল্লীন। আমীন।

## ছুরায়ে ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ تَرْمِيْهِمْ

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ؕ

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আলাম্ তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআছহা-বিল ফীল। আলাম ইয়াজ্‌আল কাইদা হুম ফী তাদলীলেউঁ ওয়া আরছালা আলাইহিম তোওয়াইরান আবা-বীল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন ছিজ্জিলিন ফাজায়ালাহুম কাআছফিম্ মা'কুল।

## ছুরায়ে কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ○ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ○ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ اَلَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ ○ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ○

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** লি-ঈ-লাফি ক্বোরাইশিন ঈ-লাফিহিম রিহ্‌লাতাস্ সিতা-য়ি ওয়াছ ছোওয়াইফ, ফালয়া'বুদু রাব্বা হাজাল্ বাইতিল লাজী আত্ আমাহুম মিনজু-য়েউঁ ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ।

## ছুরায়ে মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আরাআইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দীন। ফাজালিকাল্‌ লাজী ইয়াদু'উল্‌ ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহুদ্ধো আলা তোআমিল মিছকীন। ফাওয়াই লুল্লিল মুছল্লীনাল্‌ লাজীনাহুম আন ছলাতিহিম ছাহুন। আল্লাজীনা হুম ইউরা-উনা ওয়া ইয়াম না-উ-নাল্‌ মা-উন।

## ছুরায়ে কাউছার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّـــا اَعْــطَيْــنٰكَ الْـكَـوْثَــرَ ۞ فَــصَــلِّ لِــرَبِّكَ وَانْــحَــرْ ۞

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۞

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** ইন্না আ'-তোয়াইনা কাল কাউছার, ফাছল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান হার। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আব্‌তার।

## ছুরায়ে কাফেরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُــلْ يٰـــاَيُّهَـــا الْـكٰــافِــرُوْنَ ۞ لَآ اَعْبُــدُ مَـــا تَـعْبُــدُوْنَ ۞

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِــدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۞ وَلَا اَنَـــا عَــابِــدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۞

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِــدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۞ لَــكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۞

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** কু্ল্‌-ইয়া আই-ইউহাল কাফিরুনা লা আ'বুদু মা-তা'বুদুনা ওয়া লা আন্‌তুম আ-বিদুনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আ-বিদুম মা আবাদত্তুম ওয়ালা আনতুম আ-বিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বী-নুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।

## ছুরায়ে নছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۚ

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** ইজা-জা-আ নছরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারাআইতান্ নাছা ইয়াদ খুলূনা ফী-দী-নিল্লাহি আফওয়াজা, ফাছাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াছ তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাউওয়াবা।

## ছুরায়ে লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَأَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবেউঁ ওয়াতাব্বা মা-আগ্না আন্হু মা-লুহু ওয়ামা কাছাব, ছা-ইয়াছ্লা নারান জাতা লাহাবেউঁ ওয়াম্রা আতুহু হাম্মা-লাতাল্ হাত্বাবি ফী-জী-দিহা হাবলুম মিম্ মাছাদ্।

## ছুরায়ে ইখ্লাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۟

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** কুল্হু ওয়াল্লাহু আহাদ্, আল্লাহুছ ছামাদ্, লাম্ ইয়ালিদ্, ওয়া লাম্ ইউলাদ্, ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ্।

## ছুরায়ে ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
اِذَا حَسَدَ ۟

**বাংলা উচ্চারণ ঃ-** কুল আ-উজু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, মিন শার্‌রিমা খালাক্ব, ওয়া মিন শার্‌রি গা-ছিকিন ইজা ওয়াক্বাবা, ওয়ামিন শার্‌রিন নাফ্‌ফাছাতি ফীল ওক্বাদি, ওয়ামিন শাররি হা-ছিদিন্ ইজা-হাছাদ্।

## ছুরায়ে নাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

**বাংলা উচ্চারণ ঃ**– কু্ল্ আ-উজু বিরাব্বিন নাছি, মালিকিন নাছি ইলা-হিন্নাছি। মিন শার্‌রিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছিল্লাজি ইউওয়াছ বিছু ফী-ছুদু-রিন্নাছি মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাছ।

## ছুরায়ে ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۗ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

**বাংলা উচ্চারণ ঃ** -ইন্না আনজালনাহু ফী-লাইলাতিল ক্বাদরি। ওয়ামা-আদ্‌রা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি। লাইলাতুল্ ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহারিন, তানাজ্‌জালুল্ মালা-ইকাতু ওয়ার্ রূহু, ফী-হা বি-ইজ্‌নি রাব্‌বিহিম, মিন কুল্লি আমরিন ছালামুন্ হিয়া হাত্তা মাত্ব্‌লা-ঈল ফজর।

## একশত ত্রিশ ফরজ

একশত ত্রিশ মাছায়েলা ফরজ খোদার,
কণ্ঠস্থ রাখা তাহা উচিত সবার।
স্মরণ রাখিবে ইহা ফরজ জানিয়া,
তুচ্ছ করিলে যাবে মরদুদ হইয়া।
চার কুরছি, চার মজহাব, অজুর মধ্যে চার, (১২)
পাঁচ ওয়াক্ত, পাঁচ নিয়ত, করহ সুমার। (১০)
সপ্ত ঈমান, পঞ্চ বেনা, গোসলেতে তিন, (১৫)
আহ্‌কাম আর্‌কানে (নামাজ) তের করিবে একিন। (১৩)
দিন রাত সতর রাকাত, তা-ইয়াম্‌মুমের তিন, (২০)
ত্রিশ রোজা, ত্রিশ নিয়ত শিখ দ্বিধাহীন। (৬০)

## চারি কুরছি

আবদুল মোনাফ পুত্র বুদ্ধিমান হাসেম,
হাসেমের পুত্র জান মোতালেব নাম।
মোতালেবের পুত্র হন আবদুল্লাহ সুমতি,
হজরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার সন্ততি।

## চারি মজহাব

ইমামে আজম আবুহানিফা সুজন,
শাফেয়ী, মালেক, আহমদ চারিজন।
এই চারি ইমামের মজহাব সকলি,
হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী, আর হাম্বলী।

## অজুর চার ফরজ

কনুই তক হাত ধোবে, মুখ পুরাপুরি,
চারি ভাগের এক ভাগ মাথা মসেহ করি।
দুই পা ধুইবেক গিরার উপর,
এই চারি ফরজ হয় অজুর ভিতর।

## পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ নিয়ত

ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব, এশা,
এ পাঁচ ওয়াক্ত, পাঁচ নিয়ত শিখ খোলাসা।

## সপ্ত ঈমান

না দেখি ঈমান আনিবে আল্লাহর পরে,
যাঁহার শরীক কেহ হইবারে নারে।
ফেরেস্তা, কিতাব, আর যত নবীগণ,
মউত, হাসর পরে পুণর্জীবন।
তক্‌দিরের ভাল মন্দ সব আল্লাহ করে,
ঈমান আনিবে এই সকল উপরে।

## পঞ্চবেনা

নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ ও ঈমান,
এই পঞ্চবেনা হয় ইসলাম রোকন।

## গোসলের তিন ফরজ

গরগরা করি, নাকে পানি দাও পরে।
শরীর ডুবাইয়া দাও পানির ভিতরে।

## আহ্‌কাম ছয় ফরজ

আহ্‌কাম ছয় জানি আগে নামাজের,
সর্ত ইহার নাম বাক্য কেতাবের।
শরীর, কাপড় আর জায়গা পাক রাখা,
নিয়ত করা, কাবা মুখী হওয়া, সতরকে ঢাকা।

## আর্‌কান সাত ফরজ

মসল্লাতে খাড়া হও, তকবির বল,
নামাজে কেরাত পড়, রুকু কর ভাল।
সেজদা করহ, বসে শেষ বৈঠকেতে,
নামাজের বাহিরে আস নিজ ইচ্ছাতে।
এই আর্‌কান সাত, নামাজ ভিতরে,
আর্‌কান-আহ্‌কাম তের দেখ হিসাব করে।

## সতের রাকাত সতের ফরজ

ফজরে দুই, জোহরে চার, আর চারি আছর,
মাগরিবে তিন, এশার চার, সতের-দিন রাত ভিতর।

## তা-ইয়াম্‌মুমের তিন ফরজ

নিয়ত কর, হাত মার মাটির উপর,
ধুলা হাতে মুসহ মুখ পুরাপুর।
পূনঃ হাত মার মাটির উপর,
মুসহ দুই হাত কনুই বরাবর।

## নামাজের বার ওয়াজিব

ফাতেহা পড়ন, আর দু রাকায়াতে সুরা,
দু'রাকায়াত পরে বসা, আত্তাহিয়াত পড়া।
তরতিব মত যখন করণ যাহা,
ঠিক মতে আদায় করিবে তাহা।
এক মনে কওমা সহ করিবে আদায়,
নামাজের অঙ্গহীন করিতে না হয়।
প্রতি দুই সেজদার মধ্যেতে বসন,
নামাজ সালাম সাথে সমাধা করণ।
ফজর, মাগরিব, এশার দুই রাকাতে,
কেরাত প্রকাশ করা, বাকী গোপনেতে।
ঈদের নামাজের শিখ তকবির ছয়,
বিতিরে দোয়া কুনুত এই বার হয়।

## অজুর এগার সুন্নত

অজুর মধ্যে শিখ এগার সুন্নত,
বিসমিল্লাহ বলন, আর করন নিয়ত।
কুলি ও দাতন করি নাকে পানি দিবে,
সর্বশির আর কান মোসেহ্ করিবে।
দাড়ি আর আঙ্গুলের করিবে খেলাল,
তিন তিন বার ধোবে করিয়া খেয়াল।
নিয়ত মতে ধোবে আগে আর পাছে,
পরস্পর ধোয়া এই এগার হয়েছে।

## নামাজের পনর সুন্নত

আজান, নিয়ত আর ছোবহানাকা পড়ন,
আউজু, বিসমিল্লাহ, আমিন বলন।

আল্লাহু আকবর বলা উঠা ও বসায়,
তিন তিন বার তসবিহ্ পড়া রুকু সজিদায়।
আত্তাহিয়াত পরে দরূদ ও দোয়া পড়া।
পুরুষ কান তক উঠাইয়া হাত নাভী নিচে ধরা,
স্ত্রীগণ স্কন্ধ হইতে হাত নামাইয়া বান্ধিবে সিনায়,
বিতিরের তক্‌বির, আর তকবির তাহরিমায়।
পুরুষ হাটু ভেঙ্গে বসিবে ঠিক মতে,
স্ত্রীগণ দুই পা দিবে ডানেতে।
রসুলের সুন্নত তরক না করিবে,
নামাজে ডানে বামে ছালাম ফেরাবে।

## অজু ভঙ্গের চারিটি কারণ

প্রস্রাব আর পায়খানার দ্বার হতে,
বাহির হইলে কিছু, অজু যাবে তাতে।
রক্ত, পূঁজ শরীর হতে বহিয়া চলন,
নামাজের মধ্যে শব্দ করিয়া হাসন।
আর যদি অচেতন হয়ে নিদ্রা যায়,
এ চারি কাজে অজু যাবে নিশ্চয়।

## নামাজ ভঙ্গের সাতটি কারণ

সাত কাজে নামাজ বাতিল হইয়া যায়,
ইমামের আগে বেড়ে যদি খাড়া হয়।
কিছু খাওয়া-পিয়া ও কোরান (ছুরা) দেখি পড়া,
আর নামাজ মধ্যে অন্য কোন কাজ করা।
ইচ্ছা করি হাঁচি কাশা আর কথা বলিলে,
ভুলেও ফরজ আর ইচ্ছায় ওয়াজেব তরক হইলে।

# পাঁচ ওয়াক্তের পাঁচ নিয়ত

১। ফজরের ওয়াক্তের দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

২। জোহরের চারি রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৩। আছরের চার রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৪। মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৫। এশারের চারি রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ** নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবা "রাকায়াতে" (এইস্থানে নামাজ চার রাকাত হইলে "আরবা রাকায়াতে" বলিবে, আর তিন রাকাত হইলে "ছালাছা রাকায়াতে" বলিবে, আর দুই রাকাত হইলে শুধু "রাকায়াতাই" বলিবে) ছালাতিল "এশায়ে" (এই স্থলে যে ওয়াক্তের নামাজ পড়িবে সেই ওয়াক্তের নাম বলিবে) "ফারদুল্লাহি" (এই স্থলে যে নামাজ পড়িবে তাহা উল্লেখ করিবে যেমন ছুন্নত হইলে "ছুন্নতে রাছুলিল্লাহি" বলিবে) তা'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর। (যদি নামাজ জামাতের সহিত পড়িতে হয় তবে ( مُتَوَجِّهًا اِلٰى ) মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিলের পূর্বে মোক্তাদী হইলে ( اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ ) "এক্তেদাইতু বিহাজাল ইমাম" বলিবে। আর ইমাম হইলে ( اَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ )

"আনা ইমামুন লিমান হাজারা ওয়া মাই য়াহ্জুরু" বলিবে।)

## সপ্ত ঈমান

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ

خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ.

যে সমস্ত কলেমা পড়িয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আমল বা কার্যকরী করিয়া ঈমানদার হইতে হয়--

## ১। কলেমা তৈয়ব

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ।

## ২। কলেমা শাহাদত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আশহাদু আন লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু,ওয়াহ দাহু, লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

## ৩। কলেমা তমজিদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** ছোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আজীম।

## ৪। কলেমা তৌহীদ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু,ওয়াহ্ দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল

মুল্‌কু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ইউহ্‌-য়ী-ওয়া-ইউ-মীতু, ওয়াহুয়া হাইয়ুন, লা ইয়ামূতু বিয়া দিহিল খায়রু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

## ৫। কলেমা তাহ্‌মীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** ছোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি, ছোবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী আছতাগ-ফিরুল্লাহ।

## প্রধান ৪ কিতাব

(১) পবিত্র কোরান মজিদ (২) ইঞ্জিল শরীফ (৩) তাওরাত শরীফ (৪) জাবুর শরীফ

## প্রধান ৪ মোরছেল নবী

(১) হযরত আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আখেরী নবী (২) হযরত ঈছা (আঃ) (৩) হযরত মুছা (আঃ) (৪) হযরত দাউদ (আঃ)।

اِيْمَانِ مُجْمَلْ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআছমা-য়িহি, ওয়া ছিফাতিহি ওয়া ক্বাবিলতু জমিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।

## اِيْمَانِ مُفَصَّلْ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ

خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-য়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল্ ইয়াউমিল্ আখিরি ওয়াল্ ক্বাদ্‌রি খাইরিহি ওয়া শার্‌রিহি মিনল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'ছি বা'দাল্ মাউত।

*এশারের নামাজান্তে তিন রাকাত ওয়াজিব*

## বিতির নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ** নাওয়াই তু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকায়াতে ছালাতিল বিত্‌রি ওয়াজি বুল্লাহি তা'লা মুতাওয়াজ্‌জিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর

## দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرِ. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ
مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ
نَسْعٰى. وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতায়ীনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুস্‌নী আলাইকাল খাইর-ওয়া নাসকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত রুকু মাঁই ইয়াফ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ঈয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ ওয়া নাহপিদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আজা-বাকা ইন্না আজা-বাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

## মুনাজাত

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِيْنَ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ

وَقِنَا عَذَابَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اٰمِيْنَ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** রাব্বানা জ্বালাম্‌না আনফুসানা ওয়া ইঁন্‌ লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনন্না মিনাল খাছিরীন। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাছনাতাঁউ ওয়া ফিল্‌ আখিরাতি হাছনাতাঁউ ওয়া ক্বিনা আজাবান্নারি, ওয়া ক্বিনা আজাবাল ক্বাব্‌রি ওয়া ক্বিনা আজাবাল হাসরি ওয়া ক্বিনা আজাবা ছাকারাতিল মাউত। রাব্বানা তাক্বাব্‌বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাছ ছামীউল আলীম। ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্‌ তওয়াবুর রাহীম। বিরাহমতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন। আমীন।

## দোয়ায়ে আত্তাহিয়াত বা তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়া চ্ছালাওয়াতু ওয়াত তাইয়িবাতু, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন, আসহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

## আত্তাহিয়্যার পরের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ. اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ, কামা ছাল্লাইতা আলা-ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মদ, কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

## দোয়ায়ে মাছুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বালাম্‌তু নাফছী জুলমান কছিরান, ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্‌ জুনুবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্‌ফির্‌লী মাগফিরাতাম, মিন ইন্‌দিকা ওয়া আরহাম্‌নী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

## জুমার দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ

صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** নাওয়াইতু আন উছ্‌কিতা আন জিম্মাতী ফারজুজ্জোহরি বিআদা-য়ে রাকা'তাই ছালাতিল্ জুমাআতি, ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

## জানাজার নামাজের নিয়ত (ফরজে কেফায়া)

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ

فَرْضِ الْكِفَايَةِ۔ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ

لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** নাওয়াইতু আন উ-আদ্দিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবাআ তাকবীরাতি ছালাতিল জানাজাতি ফারজোল কিফায়াতি, আচ্ছানা-উ লিল্লাহি তা'লা, ওয়াচ্ছালাতু আলান্নাবীয়্যি ওয়াদ্দোওয়া-উ লিহাজাল মাই-ইয়াতি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

## জানাজার দোওয়া

*(মইয়ত বালেগা হইলে)*

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়্যাতিনা,ওয়া শাহিদিনা, ওয়া গা-য়িবিনা, ওয়া ছাগীরিনা, ওয়া কাবীরিনা,ওয়া জাকারিনা,ওয়া উন্‌ছানা, আল্লাহুম্মা মান্‌ আহ্‌ইয়াই তাহু মিন্না ফা-আহ্‌ই-ঈহী আলাল ইছলাম। ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাই তাহু মিন্না ফতাওফ্‌ফাহু আলাল ঈমান।

### (মইয়ত না বালেগ ছেলে হইলে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মাজ্‌ আলহু লানা ফারতাউঁ ওয়াজ আলহু লানা যুখরাউঁ ওয়াজ আলহু লনা সা-ফিআউঁ ওয়া মুশাফ্‌ফআ। (মৃতা নাবালেগা মেয়ে হইলে উপরোক্ত দোওয়ার "হু" এর স্থলে "হা" বলিবে) এবং শাফেআতান্‌ ও মোশাফ্‌ফয়াতান বলিবে।

## ছানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম-দিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তাআ-লা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা। (জানাজার নামাজে ছানা পড়িবার সময় ( جَدُّكَ ) "জাদ্দুকা" এর পর ( وَجَلَّ ثَنَائُكَ ) ওয়া জাল্লা ছানা-উকা বর্দ্ধিত করিতে হয়।)

## জানাজার নামাজের নিয়ম

তকবীরে তাহ্‌রীমার পর হাত বাঁধিয়া ছানা পাঠ করিবে, ছানা শেষ হইলে হাত না উঠাইয়া শুধু তকবীর বলিয়া (নামাজের) দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া পুনরায় ৩য় তকবীর বলিয়া জানাজার দোওয়া আরম্ভ করিবে এবং দোওয়া শেষান্তে ৪র্থ তকবীর বলিয়া ছালামের সহিত নামাজ শেষ করিবে।

## জিয়ারতের নিয়ম

সর্ব প্রথম আদবের সহিত ছালাম জানাইবে। আচ্ছালামু আলাইকা মিন রাববির রাহীম ইয়া অলিউল্লাহি (ইত্যাদি) আনতুম ছাবিকুনা ওয়া নাহ্‌নুত্তাবি-উন, ওয়ালা হিকুনা মাআকুম বিছমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাছুলিল্লাহি।

তারপর ছুরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া নিজের স্মরণ মতে কোরান শরীফের অন্য আয়াত বা ছুরা পাঠ করিবে। তারপর "আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়ুল ক্বাইয়ুম, লা-তা' খুজুহু চিনাতাউঁ ওলা নাউম, লাহু মাফিচ্ছামাওয়াতি ওয়ামাফিল আরদি মানজাল্ লাজী ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি-ইজনিহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওলা ইউহীতূনা বেসাই ইম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ, ওছিয়া কুরছিয়ুহুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওলা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওহুয়াল আলিয়্যুল আজীমা। লা ইকরাহা ফিদ্দীনে ক্বাদতাবাইয়েনার রুশদু মিনাল গাইয়ে ফামাঁই ইয়াক্‌পুর বিত্তাগুতি অইয়ুমিনু বিল্লাহি ফাকাদিছু তাম ছাকা বিল উরওয়াতিল ওয়াছকা লান পিছামা লাহা, ওয়াল্লাহু ছামিউল আলীম। ইয়া রুহু

আখরিজনা মিনাজ জুলুমাতি ইলান নুর। ইয়া নুরু, ইয়া নুরু, ইয়া নুরু, আরেনা বিফায়জিকা ওয়া রাহমতিকা, ইয়া রাব্বু, ইয়া রাব্বু, আরহামনী ওয়া আ'তিনিচ ছালামতা ওয়াল আ-ফিয়াতা ওয়ালি জমিয়ে মন হক্কুন আলাইনা," পাঠ করিবে। আর সময় হইলে দোওয়ায়ে কাদাহে মোওয়াজ্জম এবং দরূদে তাজও পড়িবে।

তারপর ছওয়াব রছানী করতঃ মোনাজাত করিয়া আরজী বা উদ্দেশ্য শেষ করিবে।

সাধারণ লোকের কবর জেয়ারতের সময় নিম্নোক্ত সালাম পাঠ করিবে।

আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল্ মুমিনাতি ওয়াল মুছলিমীনা ওয়াল্ মুছলিমাতি ইয়ারহামু নাল্লাহু আলাইকুম অইয়াগ্‌ফেরু লনা অইয়াকুম অইন্না ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম লাহেকুন। সালামের পর কোরানের সুরা ও দোওয়া দরূদ পাঠ করিয়া কবরবাসীর রূহের প্রতি ইছালে ছওয়াব করিয়া মাগ্‌ফেরাত কামনা করিবে।

## রমজানের রোজার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَكَ

يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন্ শাহরি রমজানাল মুবারকি ফারজাল্লকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাছ ছামীউল আলীম।

## ইফ্‌তারের দোওয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِرِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ

وَمَا اَخَّرْتُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া বিরিজক্বিক্বা আফতারতু, আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী মাক্বাদ্ধমতু ওয়া মা আখ্‌খারতু।

## ঈদুল ফিতির নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ

سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

**বাংলা উচ্চারণ ঃ–** নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিল ঈদিল ফিতরে মা ছিত্তাতি তাকবিরাতিন, ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা এক্তেদাইতু বিহাজাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল, কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

## নামাজ পড়িবার নিয়ম ঃ–

প্রথম নিয়ত পড়িয়া তকবীরে তাহরীমা বলতঃ দুই হাত (পুরুষ হইলে কান পর্যন্ত আর স্ত্রী হইলে কাঁধ পর্যন্ত) উঠাইয়া (পুরুষ হইলে নাভীর উপর, স্ত্রী হইলে সিনার উপর) ডান হাত উপরে থাকে মত বাঁধিবে, তারপর "ছানা" পাঠ করিয়া "আউজু বিল্লাহ," "বিছমিল্লাহ", পড়িয়া "ছুরায়ে ফাতেহা" আরম্ভ করিবে এবং ফাতেহা শেষ করিয়া অন্য একটি "ছুরা" পড়িয়া "আল্লাহু আকবর" বলিয়া রুকু করিবে। রুকুর মধ্যে তিন, পাঁচ বা সাতবার ( سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ )

"ছোবহানা রাব্বিয়াল আজিম" পাঠ করিয়া ( سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ )
"ছামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ( رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ )
"রাব্বানা লাকাল হামদু" পাঠ করিবে। তারপর "আল্লাহু আকবর" বলিয়া ছজিদায় যাইবে এবং ছজিদায় ( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ) "ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" তিন, পাঁচ বা সাতবার বলিয়া পুনরায় "আল্লাহু আকবর" বলিয়া ছজিদা হইতে উঠিয়া বসিবে।

এবং "আল্লাহুম্মাগফিরলী" একবার পাঠ করিয়া "আল্লাহু আকবর" বলিয়া পুনরায় ছজিদায় যাইয়া ঐ তছবিহ পাঠ করিয়া আবার "আল্লাহু আকবর" বলতঃ দাড়াইয়া যাইবে। (এখন এক রাকায়াত আদায় করতঃ দ্বিতীয় রাকায়াতের কাজ আরম্ভ করিবে) ২য় রাকায়াতে প্রথমতঃ শুধু "বিছমিল্লাহ" সহ ছুরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া অন্য আর একটি "ছুরা" পাঠ করিবে (কিন্তু ঐ ছুরাটি প্রথম রাকায়াতের ছুরার পরের ছুরা হওয়া উচিত। পূর্বের ছুরা পড়া মকরূহ) তারপর তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর) বলিয়া রুকু করিবে এবং রুকুতে ঐ তছবিহ পাঠ করিয়া "ছামি আল্লাহুলিমান হামিদা" বলিয়া দাড়াইয়া ঐ দোওয়া "রব্বানা লাকাল হামদ" পড়িয়া পুনরায় তকবির বলিয়া প্রথম রাকায়াতের মত ছজিদা আদায় করিয়া বসিয়া যাইবে, বসিয়া আত্তাহিয়াত পাঠ করিয়া, দরূদ শরীফ আরম্ভ করিবে এবং দরূদের পর দোওয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া ডানে ও বামে ছালাম ফিরাইয়া মুনাজাত করতঃ নামাজ শেষ করিবে। এখন দুই রাকায়াতী নামাজ শেষ হইল। আর যদি নামাজ চার রাকায়াতী হয় তবে, দুই রাকায়াতের পর বসিয়া শুধু "আত্তাহিয়াত" শেষ করিয়া পুনরায় উঠিয়া পূর্বের ন্যায় বিছমিল্লাহসহ ফাতেহা পাঠ করিয়া, রুকু করিবে (যদি ফরজ নামাজ হয় তবে শেষ দুই রাকায়াতে শুধু ফাতেহা পড়িয়া রুকু করিবে অন্য আর ছুরা পড়ার প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ যদি ছুন্নাত বা নফল নামাজ হয় তবে প্রত্যেক রাকায়াতে নিয়মিত পরম্পরায় ফাতেহার পর অন্য আর একটি ছুরা পড়া কর্তব্য) এবং আগের মত তকবীর ও তছবিহ্ সহ রুকু, ছজিদা আদায় করিয়া পুনরায় ৪র্থ রাকায়াতের জন্য দাঁড়াইয়া যাইবে। দাঁড়াইয়া ৩য় রাকায়াতের মত

শুধু বিছমিল্লাহ সহ ফাতেহা পাঠ করিয়া বসিয়া যাইবে, বসিয়া আত্তাহিয়াত, দরূদ ও দোওয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া মুনাজাত করতঃ নামাজ শেষ করিবে।

# নামাজের ওয়াক্ত ও রাকায়াত সমূহ

## ফজরের নামাজ–৪ রাকায়াত

২ রাকায়াত ছুন্নত (মোয়াক্কাদা), ২ রাকায়াত ফরজ।

## জোহরের নামাজ–১২ রাকায়াত

৪ রাকায়াত ছুন্নত (মোয়াক্কাদা), ৪ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত ছুন্নত (মোয়াক্কাদা), ও ২ রাকায়াত নফল।

## আছরের নামাজ–৮ রাকায়াত

৪ রাকায়াত ছুন্নত (জায়েদা), ৪ রাকায়াত ফরজ।

## মাগরিবের নামাজ–৭ রাকায়াত

৩ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত ছুন্নত (মোয়াক্কাদা), ২ রাকায়াত নফল।

## এশারের নামাজ–১২ রাকায়াত

৪ রাকায়াত ছুন্নত (জায়েদা), ৪ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত ছুন্নত (মোয়াক্কাদা), ২ রাকায়াত নফল।

## বিতিরের নামাজ–৩ রাকায়াত

৩ রাকায়াত ওয়াজিব।

## জুমার নামাজ–১৮ রাকায়াত

২ রাকায়াত তাহিয়াতুল অজু (নফল), ২ রাকায়াত দখুলিল মছজিদ (নফল), ৪ রাকায়াত কবলিল জুমা (ছুন্নতে মোয়াক্কাদা), ২ রাকায়াত জুমা (ফরজ), ৪ রাকায়াত বাদিল জুমা (ছুন্নতে মোয়াক্কাদা), ২ রাকায়াত ওয়াক্তিছছুন্নত, ২ রাকায়াত নফল।

# মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে, জান তিন ভাবে
বাক বিতণ্ডা পরিহারে–
জানার আগ্রহে,
পর দোষ পরিহারে–
নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে "পীর" যাকে
এই তিন ধারা,
আসিবে না সোজা পথে
সেই পথ হারা।

"হোসাইন সৌজন্যে"

# পরিশিষ্ট

বর্ণিত, ধর্মীয় নিয়ম পদ্ধতি ছাড়াও ধর্মাচারীর উচিত যে, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্ত বা সময়ের পূর্ববর্তী মধ্যকার মানসিক এবং দৈহিক তৎপরতার খোজ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় "তেলাওয়াতে অজুদ" বলে। যাহার ফলে ধার্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে, সে সজাগ চিত্ত কিনা?

নিজ শক্তি সত্তাকে ভুলিয়া, পার্থিব অনিত্য বৈষয়িক বা পারিপার্শ্বিক উম্মাদনা, ভাব বিভোরতায় ভাসিয়া গেলে নিজ পার্থিব প্রেরণার গলায় রজ্জু লাগাইয়া নিজ শক্তি সামর্থকে সর্ব শক্তিমান খোদায়ী সামর্থের দিকে রুজু বা উন্মুখ হইয়া উর্দ্ধ শক্তি জগতের দিকে নিজ শক্তি সত্তা সামর্থকে উত্থিত করিবে। খোদা স্মরণ এবাদতে বা উপাসনায় রত হইবে।

মন এদিক-সেদিক ধাবিত না হওয়ার জন্য অবসর সময়ে পীর বা গুরু প্রদত্ত জিকির আজকার মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ ও স্মরণ করতঃ সম্ভব মতে অজীফা দরূদ পাঠ ও শজরা শরীফ তেলাওয়াত করিবে। যাহারা কোরান শরীফের অর্থ বুঝে তাহাদের জন্য কোরান তেলাওয়াত শ্রেয়।

নিজ সত্তাতে শক্তি সঞ্চয় ও সুখ শান্তি অর্জন মানসে "ফানায়ে ছালাছা"তে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

——— সমাপ্ত ———